নাগরিক সম্মেলন

জাতীয় উন্নয়নে অঙ্গীকার

শিক্ষা, মানসম্মত কর্মসংস্থান, জেন্ডার সমতা

তৃতীয় অধিবেশন – শিক্ষা

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন

মুনতাসির কামাল

রিসার্চ ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

ঢাকা: ১৩ আগস্ট ২০২২

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
Centre for Policy Dialogue (CPD)

UNDEF The United Nations Democracy Fund

সূচনা

- নির্বাচনী ইশতেহার যেকোনো রাজনৈতিক দলের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। জনসাধারণ ইশতেহারের মাধ্যমেই রাজনৈতিক দলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে পারেন এবং তার ভিত্তিতেই ভোট দিয়ে থাকেন
  - অধিকাংশ ক্ষেত্রে, নির্বাচিত দলগুলো নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করে না। নাগরিকেরাও প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দায়বদ্ধ করার ব্যাপারে ততটা আগ্রহী থাকেন না
- নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াটি এমন একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক পন্থায় হওয়া উচিত যেখানে প্রান্তিক ও অসহায় জনগোষ্ঠী যেমন- নারী, যুবসমাজ, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও অক্ষম জনগোষ্ঠী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, আদিবাসীসহ সকল স্তরের মানুষের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে
- ২০১৮ সালের নির্বাচনের পূর্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ‘সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ’ শিরোনামে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে
  - এই ইশতেহারে শিক্ষাকে একটি অন্যতম অগ্রাধিকার খাত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে
  - শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রদান ও বরাদ্দকৃত তহবিলের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের কথা বলা হয়েছে
  - শিক্ষা ছাড়াও আরও ৩৩টি খাতে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে

কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ

- এই কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচন পূর্ববর্তী ইশতেহার প্রণয়ন ও নির্বাচন পরবর্তীতে তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জনসম্পৃক্ততা যাচাই করা
- সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) গত দুই বছরে এ বিষয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত করেছে
  - তিনটি বিশেষজ্ঞ আলোচনা
  - বাংলাদেশের ১৫ টি জেলায় লক্ষ্যনির্দিষ্ট ৯০টি মুক্ত আলোচনা (শিক্ষা বিষয়ে ৩০টি)
  - চট্টগ্রাম, রংপুর, বরিশাল, খুলনা এবং রাজশাহী বিভাগে আঞ্চলিক সংলাপ
  - তিনটি বিষয়ে নীতি সংক্ষেপ এবং একটি রিপোর্ট প্রস্তুত
  - মাননীয় সংসদ সদস্যদের সাথে আলোচনা
  - নাগরিক সম্মেলন

মুক্ত আলোচনার উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি

মুক্ত আলোচনা আয়োজনের পদ্ধতি

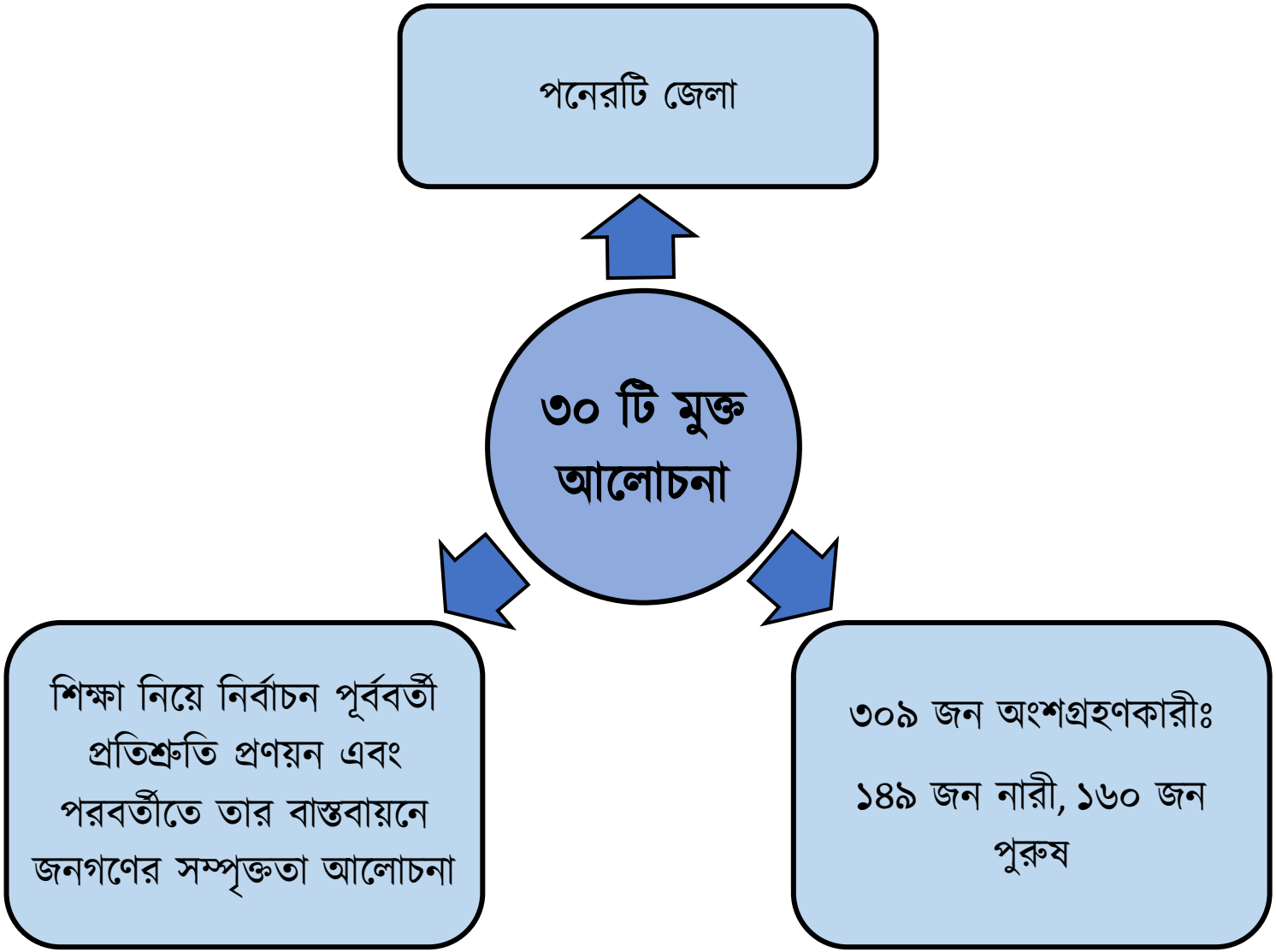

যে সকল অঞ্চলে মুক্ত আলোচনা হয়েছে

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম	রাঙামাটি	সদর ও কাপ্তাই
রাজশাহী	নোয়াখালি	সদর ও বেগমগঞ্জ
রংপুর	কুমিল্লা	সদর ও বুড়িচং
বরিশাল	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	সদর ও নাচোল
খুলনা	নাটোর	সদর ও সিঙড়া
	রাজশাহী	সদর ও গোদাগাড়ী
	পঞ্চগড়	সদর ও বোদা
	রংপুর	সদর ও মিঠাপুকুর
	গাইবান্ধা	সদর ও পলাশবাড়ী
	ভোলা	সদর ও দৌলতখান
	বরগুনা	সদর ও বেতাগি
	পিরোজপুর	সদর ও ইন্দুরকানি
	বাগেরহাট	সদর ও মোড়েলগঞ্জ
	সাতক্ষীরা	সদর ও তালা
	কুষ্টিয়া	সদর ও মিরপুর

মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণকারী

স্থানীয় জনপ্রতিনিধি	সরকারি কর্মকর্তা	এনজিও প্রতিনিধি
শিক্ষক	বেসরকারি চাকরিজীবী	ধর্মীয় নেতা
দিনমজুর	যুব প্রতিনিধি	ব্যবসায়ী

নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮তে শিক্ষা

২০০৮ ও ২০১৪ সালের তুলনায় ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে শিক্ষা বিষয়ক সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতির সংখ্যা অনেক বেশি

- শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রদান ও বরাদ্দকৃত তহবিলের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা
- শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভাষা ও গণিতের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য বড় প্রকল্প হাতে নেওয়া
- নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করার জন্য প্রাথমিক স্তরে ঝরে পড়ার হার শুন্যে নামিয়ে আনা
- গ্রাম ও শহরতলির সব স্কুল এবং স্বল্প আয়ের শহরাঞ্চলের স্কুলগুলোর মধ্যে স্কুল ফিডিং কর্মসূচি সার্বজনীন করা
- উচ্চস্তরে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়াতে প্রাথমিক থেকে উচ্চস্তরের শিক্ষার্থীদের যে উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে তা অব্যাহত রাখা
- শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করতে যোগ্যতা, মেধা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করা
- বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গবেষণায় উৎসাহিত করা ও তাদের সহায়তা প্রদান এবং এই উদ্দেশ্যে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা
- প্রশ্ন ফাঁস ও নকল বন্ধ করার লক্ষ্যে শক্তিশালী পদক্ষেপ নেওয়া
- মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যক্রম হালনাগাদ করা এবং ধর্মীয় শিক্ষায় কর্মমুখী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা যুক্ত করা
- আদিবাসি জনগোষ্ঠীকে নিজ ভাষায় আধুনিক শিক্ষা লাভের সুযোগ তৈরি করে দেওয়া এবং এ লক্ষ্যে বিনা মূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা
- প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের সব দৃষ্টি-প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য বই ছাপানোর উদ্যোগ নেওয়া এবং প্রতিবন্ধীদের মানবসম্পদ হিসেবে তৈরি করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া

২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে শিক্ষা সম্পর্কিত প্রধান প্রতিশ্রুতি এবং সর্বশেষ অবস্থা

প্রতিশ্রুতি	এসডিজিতে প্রতিফলন	প্রতিশ্রুতির প্রকৃতি	সর্বশেষ অবস্থা
শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রদান ও বরাদ্দকৃত তহবিলের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা		নির্দিষ্ট	শিক্ষা ও প্রযুক্তিতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ খাতভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে (১৪.৭%)। যদিও এর ভেতর রুপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বরাদ্দ অন্তর্ভুক্ত
শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভাষা ও গণিতের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য বড় প্রকল্প হাতে নেওয়া	৪.১	অনির্দিষ্ট	চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি এখনো চলছে কিন্তু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য এখন পর্যন্ত বড় প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়নি
নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করার জন্য প্রাথমিক স্তরে ঝরে পড়ার হার শুন্যে নামিয়ে আনা	৪.৬	নির্দিষ্ট	প্রাপ্তবয়স্কদের সাক্ষরতার হার ২০২০ সালে ছিল ৭৫.৬% (বিবিএস, ২০২১)। প্রাথমিক স্তরে ঝরে পড়ার হার ২০২১ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ১৪.২% এ যা ২০১০ সালে ছিল ৩৯.৮% (প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ২০২২)
গ্রাম ও শহরতলির সব স্কুল এবং স্বল্প আয়ের শহরাঞ্চলের স্কুলগুলোর মধ্যে স্কুল ফিডিং কর্মসূচি সার্বজনীন করা	৪.ক	অনির্দিষ্ট	২০১৯ সালে জাতীয় স্কুল মিল পলিসি অনুমোদন দেওয়া হয়। ঝরে পড়ার হার হ্রাস এবং প্রাথমিক স্তরে উপস্থিতি বাড়াতে এর মাধ্যমে প্রতিবছর প্রায় ৩০ লক্ষ শিক্ষার্থীকে খাবার দেওয়া হচ্ছে

২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে শিক্ষা সম্পর্কিত প্রধান প্রতিশ্রুতি এবং সর্বশেষ অবস্থা

প্রতিশ্রুতি	এসডিজিতে প্রতিফলন	প্রতিশ্রুতির প্রকৃতি	সর্বশেষ অবস্থা
উচ্চস্তরে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়াতে প্রাথমিক থেকে উচ্চস্তরের শিক্ষার্থীদের যে উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে তা অব্যাহত রাখা	৪.৩	নির্দিষ্ট	স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে আর্থিক বাধা দূর করতে বাংলাদেশ সরকার ২০১৬ সালে বেসরকারি বিদ্যালয়ের বর্ধিত ফি'র সীমা নির্ধারণ করে দেয়। এ ছাড়া সরকার মেয়েদের, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে, বিভিন্ন উপবৃত্তি দিয়ে থাকে
শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করতে যোগ্যতা, মেধা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করা	৪.১	অনির্দিষ্ট	মেধাভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষক নিবন্ধন ও সার্টিফিকেশন অথরিটি (এনটিআরসিএ) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে
প্রশ্ন ফাঁস ও নকল বন্ধ করার লক্ষ্যে শক্তিশালী পদক্ষেপ নেওয়া	৪.ক	অনির্দিষ্ট	কিছু সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে যেমন, প্রশ্নপত্রের একাধিক সেট ছাপানো ও লটারি ভিত্তিতে সেট নির্বাচন করা, প্রশ্ন ফাঁসের সাথে জড়িত গোষ্ঠীর সন্ধান করা এবং এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার সময় কোচিং সেন্টার বন্ধ রাখতে বাধ্য করা
মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যক্রম হালনাগাদ করা এবং ধর্মীয় শিক্ষায় কর্মমুখী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা যুক্ত করা	৪.৪	অনির্দিষ্ট	২০২১ সালে মাদ্রাসা শিক্ষায় আধুনিক শিক্ষার সংযুক্তির মাধ্যমে নতুন পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করা হয়েছে। আইডিবির আর্থিক সহায়তায় একটি প্রকল্পের মাধ্যমে নির্বাচিত ১০০ মাদ্রাসায় দাখিল পর্যায়ে বৃত্তিমূলক কোর্স চালু করা হয়েছে

২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে শিক্ষা সম্পর্কিত প্রধান প্রতিশ্রুতি এবং সর্বশেষ অবস্থা

প্রতিশ্রুতি	এসডিজিতে প্রতিফলন	প্রতিশ্রুতির প্রকৃতি	সর্বশেষ অবস্থা
আদিবাসি জনগোষ্ঠীকে নিজ ভাষায় আধুনিক শিক্ষা লাভের সুযোগ তৈরি করে দেওয়া এবং এ লক্ষ্যে বিনা মূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা	৪.ক	নির্দিষ্ট	২০১৭ সাল থেকে সরকার চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, সাদ্রি ও গারো ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করে যাচ্ছে। ২০২১ সালে জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) এসব ভাষার ৯৪,২৭৪ জন শিক্ষার্থীদের মাঝে ২,১৩,২৮৮ টি পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করেছে
প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের সব দৃষ্টি-প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য বই ছাপানোর উদ্যোগ নেওয়া এবং প্রতিবন্ধীদের মানবসম্পদ হিসেবে তৈরি করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া	৪.ক	অনির্দিষ্ট	'ডিজিটাল এক্সিসিবল ইনফরমেশন সিস্টেম' নামে একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বাংলাদেশের সহযোগিতায় প্রথম শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত সব দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, মুদ্রণ প্রতিবন্ধী ও শিক্ষা প্রতিবন্ধীদের জন্য এটি হাতে নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ২০২১ শিক্ষাবর্ষে ৯,১৯৬টি ব্রেইল বই প্রদান করা হয়েছে

মুক্ত আলোচনা ও আঞ্চলিক সংলাপ থেকে প্রাপ্ত উপলব্ধি ও সুপারিশ

মুক্ত আলোচনা থেকে উপলব্ধি

- সর্বশেষ জাতীয় নির্বাচনের আগে বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের নির্বাচনী ইশতেহারে শিক্ষা খাতে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল। তবে এসব প্রতিশ্রুতির বর্তমান অবস্থা ও অগ্রগতি সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া যায়নি
- অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্বাচনী ইশতেহার তৈরিতে নাগরিকদের তেমন কোনো সম্পৃক্ততা ছিলোনা
- নাগরিক ও স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিনিধিদের ইশতেহার তৈরির প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদানের ক্ষেত্রেও কোন সুস্পষ্ট উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি
- নির্বাচনী ইশতেহার সম্পর্কে তৃণমূল পর্যায়ের জনসাধারণের বিশদ ধারণা নেই। তাঁরা এই নির্বাচনী দলিল সম্পর্কে সচেতন নয়, যদিও নির্বাচনের আগে কিছু প্রচার-প্রচারণা চালানো হয়। তাঁরা মূলত তাৎক্ষনিক পদক্ষেপে বিশ্বাসী
- নির্বাচনী ইশতেহারের কতটুকু আইনে রূপান্তরিত হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। শিক্ষা খাতের অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায়, সে ক্ষেত্রে আমরা অনেকটাই পিছিয়ে আছি

মুক্ত আলোচনায় উত্থাপিত সুপারিশ

- শিক্ষার গুণগত উন্নয়নের বিষয়ে জনসাধারণের উল্লেখযোগ্য সচেতনতা দেখা যায়নি। এ ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধি ও জনগণের সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন, যাতে করে শিক্ষার গুনগত উন্নয়নে জনগণের সচেতনতা ও জনপ্রতিনিধিদের উদ্যোগ নিশ্চিত করা যায়
- অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার গুণগত ও কাঠামোগত উন্নয়নের যে পার্থক্য, তা জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা হয় না, বিশেষ করে গ্রামীণ জনপদের মানুষের কাছে। বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে তা জনগণের কাছে তুলে ধরা যেতে পারে
- নির্বাচন পূর্ববর্তীসময়ে বাস্তবধর্মী প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং নির্বাচন পরবর্তীতে বাস্তবায়নের অবস্থা সম্পর্কে যথাযথ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করতে জনগণ ও জনপ্রতিনিধিদের মাঝে যোগাযোগের সহজ ও যথাযথ উপায় বের করতে হবে
- অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্য সামনে রেখে শিক্ষকদের জন্য চলমান বিভিন্ন প্রশিক্ষণের পাশাপাশি তাঁদের দক্ষতা উন্নয়নে আরও জোরালো পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে দেশে ও বিদেশে ব্যবহারিক ও আধুনিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন
- শিক্ষাখাতে, বিশেষ করে প্রাথমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়, বিভিন্ন বয়সী শিক্ষকদের জন্য প্রযুক্তি ও কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ চালু করতে হবে
  - স্কুল ও কলেজভিত্তিক জরিপের মাধ্যমে প্রযুক্তি ও কারিগরি বিষয়ে শিক্ষকদের দক্ষতা যাচাই ও শ্রেণীকরণ করা যেতে পারে এবং পরবর্তীতে এই শ্রেণিকরণের উপর ভিত্তি করে শিক্ষকদের বিভিন্ন মাত্রায় প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। শ্রেণিকক্ষে ডিজিটাল মাধ্যমে পাঠদান নিশ্চিত করতে এটি জরুরি

মুক্ত আলোচনায় উত্থাপিত সুপারিশ

- যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে শিক্ষকদের বেতন কাঠামো পুনর্গঠন ও একক বেতন কাঠামো চালু করার জন্য জাতীয়ভাবে নীতিমালা গ্রহণ করা প্রয়োজন
- পাঠ্যক্রমে প্রয়োজনীয় সংযোজন ও পরিবর্তনের জন্য জাতীয় ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে নীতিমালা গ্রহণ করা উচিত, যাতে করে মাদ্রাসা শিক্ষা গ্রহণ করা তরুণ জনগোষ্ঠী দেশের শ্রমবাজারে যথাযথ অবদান রাখতে পারে
  - মাদ্রাসাশিক্ষিত যুবসমাজ যেন আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে, সে লক্ষ্যে দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ চালু করা প্রয়োজন
- শিক্ষিত যুবসমাজের জন্য পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে যাতে করে উন্নত ভবিষ্যতের লক্ষ্যে উচ্চতর শিক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়
- উচ্চমাধ্যমিক এবং পরবর্তী পর্যায়ের শিক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহী করতে উপবৃত্তি এবং বৃত্তির পরিমাণ বাড়াতে হবে। বিশেষ করে গ্রাম এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধি করতে হবে
- দেশের ভবিষ্যত উন্নয়ন চাহিদার বিষয়টি বিবেচনা করে গবেষণা সংক্রান্ত তহবিলের বরাদ্দ আরও বাড়ানো প্রয়োজন

মুক্ত আলোচনায় উত্থাপিত সুপারিশ

- বিভিন্ন সৃজনশীল কার্যক্রম সূচনা ও পরিচালনার জন্য জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের পৃথক বাজেট বরাদ্দ দেওয়ার প্রস্তাব করা উচিত
  - শারীরিক প্রতিবন্ধীদের সুবিধার্থে এবং তাদেরকে দক্ষ কর্মশক্তিতে রূপান্তরিত করতে বিভিন্ন গঠনমুলক পদক্ষেপ নিতে হবে
- আদিবাসি জনগোষ্ঠীর বেশির ভাগ শিক্ষকই নিজস্ব ভাষায় কেবল কথা বলতে পারেন। তবে তাঁরা পড়তে ও লিখতে জানেন না। সুতরাং আদিবাসি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষার পাঠ্যপুস্তকের সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য শিক্ষকদের নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রয়োজন
- বিভিন্ন স্তরে কর্মরত গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। সামাজিক দায়বদ্ধতার আলোকে তাদের গবেষণাকর্ম পূনর্মূল্যায়ন করা উচিত। চলমান সমস্যাগুলো নিয়ে গবেষণার দালিলিক নথি তৈরি করা দরকার। এ ক্ষেত্রে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, বিদ্যমান ত্রুটি-বিচ্যুতি ও সমস্যাগুলো সনাক্ত করতে হবে

আঞ্চলিক সংলাপ থেকে প্রাপ্ত সুপারিশ

- বিভিন্ন ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা উপকারী হবে না; পরিবর্তে, সবার জন্য আইসিটি বিষয়সহ একটি অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে
- বেসরকারি শিক্ষা ব্যবস্থায় খরচ কমাতে হবে
- কর্মমুখী শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে
- শিক্ষাগ্রহণরত অবস্থায় বাল্যবিবাহ ও অসদুপায় অবলম্বন নিষিদ্ধ করতে হবে এবং এর জন্য প্রয়োজন আইনি কাঠামোগত পরিবর্তন
- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার মানের বিষয়ে জাতীয় পর্যায় থেকে অনেক বেশি মনোযোগ প্রয়োজন। রাজশাহী এখনও একটি কৃষিপ্রধান অঞ্চল বিধায় এখানে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অত্যন্ত প্রয়োজন
- রংপুরে একটি ফ্রীল্যানসিং জোন তৈরি করা প্রয়োজন এবং এই ব্যাপারে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন যা শিক্ষিত ছেলে মেয়েদের প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করবে
- চট্টগ্রাম শহরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে এবং বর্তমানে যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে তাতে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে
- তৃণমূল পর্যায়ে এবং পাহাড়ি অঞ্চলে শিক্ষা পৌঁছে দেয়ার জন্য যথাযত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে

ধন্যবাদ